মাথিন কূয়োঁ

শহীদ আহমদ খান (মন্টু)

পুরোনো কাহিনীতে 'মাথিন কূয়োঁ' নামের একটি করুন প্রেম-কাহিনী শুনা যায় এইটি সত্যি প্রেম কাহিনী যা লোকে বলে, বলেরে! যাই হোক ভ্রমনে বেরিয়েছি, উদ্দেশ্য সেন্টমার্টিন ঘুরে আসবো, এর বেশি যেতে গেলে 'নাসাকার' (বর্মী সেনাদল) এর কবলে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়। কক্সবাজার থেকে লিংক রোড, লিংক রোড থেকে টেকনাফ গামী একটি সাধারণ বিরাট আকারের বাসে চড়ে বসলুম, টিকেট কাউন্টার থেকে টিকেট কিনে ৪নং আসনে বসে গেলুম, সে দিনটা ছিল ঋতুরাজ বসন্তের ৮ই চৈত্র, ১৪১৩ সাল, সকালটা ছিল ঝর ঝরে পাতাবাহারের অনুপম সৌন্দর্য ধন্য চৌদিকে সবুজের সমাহার। আহামরি! বসন্তের দোলায় মন গেয়ে উঠে, আগুন জ্বালা বসন্তের ফুল ফুটলো। বাসে প্রচন্ড ভীড়, সীট নম্বর থাকা সত্ত্বেও মানামানি হয়না, সীটের ধারে ধারে নারী-পুরুষের কাতার, শিশুরা ও মায়ের কোলে চীৎকার করছে। পুরুষরা মগী লুঙ্গি পরেছে, মেয়েরা থামি পরেছে, খুব কম সংখ্যাক সভ্যভব্য লোকেরা রয়েছেন আমাদের সাথে, এদের দেখে ওরা বড় বড় চোখে থাকায়। যাত্রীদের অনেকেই যে ভাষায় কথা বলে তা বাংলা তাও পুরোনো মহাকবি আলাওল জাতীয় বাংলা 'মুই' শব্দটা এদের ভাষায় কমন 'মোরা টেকনাফ যাইয়ম' জিজ্ঞ্যেস করলে বলে। মেয়েদের বলে 'বেডী' পুরুষদের বলে 'মর্দ্দ' (চাটঁগায়ের ভাষার অপভ্রংশ) আমরা চলছি'ত চলছিই, ভ্যাপসা গরম, বাইরে চৈত্রের ভীষণ দাবদাহ মধ্যাহ্নের দিকে। কিছু রাখাইন যুবক-যুবতী ও পরিণত বয়সের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও আমাদের সাথী। আমার পাশের সীটে অর্থাৎ ৫ নং সিটে একজোড়া যুবক-যুবতী বসেছে এরাও (রাখাইন) রাখাইন জাতিরা পূর্ব্বকালীন মগ জাতি যারা চাঁটগায়ে রাজত্ব করতো, ওদের বংশ। এরা রাঙ্গাঁ তার উপর লাল-হলুদ রং মাখে, স্নাকা নামে এক ধরণের সুগন্ধ প্রসাধনে ওদের মেয়েরা চর্চিত থাকে, মুখেও ঠোঁটে, তাছাড়া সুগন্ধি চন্দন চর্চ্চিত ওদের অপূর্ব মুখশ্রী তরুনদের মাথা ঘুরিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট। কক্সবাজারে সুদীর্ঘ ৮ বৎসর মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজী শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলাম বলে এদের সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই জানি, মাথিন কূঁয়োর নাম যা এখন ঐতিহাসিক সে সম্বন্ধে আমি থাকাকালীন তত শুনিনি তবে এখন এটা ঐতিহাসিক হয়ে পড়ায় আর টেলিভিশন সম্প্রচার হওয়ায়, সাধ জাগলো একটু দেখে আসি, প্রকৃতপক্ষে মাথিন কূয়োঁ কি এবং কোথায় কেনো ঐ কূয়োঁর এত দেশ জোড়া নাম।

আগের কথায় আসা যাক্ আমার পাশের সীটে যে যুবতী বসেছে তার শরীরের বা পোষাক এর ভূর ভূর সুগন্ধ আমাকে মাতাল করে তুলল, যুবতীর নাম ম্যা ম্যা চিং, যুবক উলাওঁ ইন মং এরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী উলাওঁ বললো, ইবা আমার বিয়া, (অর্থাৎ উলাওঁর স্ত্রী) মেয়েটিও লজ্জায় মিশে গিয়ে স্বীকার করলো, 'উঁ' মুই উয়ার বেডী থাইয়ে অর্থাৎ হাঁ আমি ওর স্ত্রী। শ্রীঘ্রই আলাপ জমে উঠলো, উলাওঁ ও এর স্ত্রী বয়সে কচি, ম্যা ম্যা চিং বড় জোর ১৬ উলাওঁ মনে হয় ২০। উলাওঁ আমাকে জিজ্ঞেস করলো হঠাৎ 'তুমি টেকনাপ কিল্লাই যেইবা' (তুমি টেকনাফ কেন যাবে) ও বুঝলোনা। প্রশ্নটা অনধিকার প্রসূত, তাই আমি হেসে বললাম 'এনে' অর্থাৎ (এমনি), ও মাথা ঘুরিয়ে বললো অবশ্য একটু হেসে, এনে কন্ যায় তুমি'ত সাব, আমি স্যুট পরা ছিলাম ও বোধহয় মনে করেছে মার্জিত পোষোকে কেউ টেকনাফ যায় না লুঙ্গিই যথেষ্ট, ও আমাকে খুব উপরতলার মনে করে বেশ সম্মানের সঙ্গে কথা বলা আরম্ভ করলো, কথায় কথায় জানতে চাইলাম 'মাথিন কূয়োঁ' কোথায় এবং এই কূয়োঁর কথা লোকে এত বলে কেন?

ও বললো 'মুইন-জানম, বুরা-টুরা পুরান থাইয়ে ওয়ারে পুছ গইল্লে জানিত পারিবা'। (আমি জানি না,বুড়োদের জিজ্ঞেস করতে পার) কিন্তু হঠাৎ করে 'চিং' বললো মুই জানম, মোর মা-বাপ মোরে শাসন গরিয়ে ওই দূরে টেকনাপ এর পুরান থানার লয় ঐ কূঁয়া থাইয়ে,ঐ কূঁয়াত মাথীন এহনও আছে, উঃ আওয়ে হিবা এহন পেত্নী, গলা টিবিব, খবরদার না যাইবা। (ঐ বহুদূরে ঐ কূয়ায় এখনও মাথিন রয়েছে, ও এখন পেত্নী, মানুষের গলা চেপে ধরে খবরদার ওখানে যাবে না)। তুমি সাব মানু তুঁই কূয়াত যেইবা নেকী, (তুমি সাহেব মানুষ, ঐ কূয়াঁয় যাইবে নাকি) খবরদার! খবরদার! ফঁয়া মোরে মাফ গরক, (ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন) ও দু'গাল থাবড়াল। আমরা যেমন তওবা করি ওরা কোন ভয়ঙ্কর কথায় 'ফঁয়া' অর্থাৎ ঈশ্বরের নামে গালে গালে থাপ্পড় খায়। আমি বললুম 'মুই হিবারে চাইব, জাগা-আনযে চিনাই দিব তারে ১০০ টাকা দিয়ম। (যে আমাকে ঐ জায়গা চিনিয়ে দেবে, তাকে ১০০ টাকা পুরষ্কার দেবো) ওরা স্বামী-স্ত্রী আমার এই দুঃসাহসে বারবার উপর দিকে চেয়ে গালে থাপ্পড় খেতে লাগল। আমি চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, আমার কথা আমার আশে-পাশের সিটের ছেলে-মেয়েরা এক বর্ণ ও বুঝলোনা, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বুঝি চাটগাঁয়ের লোক, বলা বাহুল্য এই প্রশ্ন যারা করলেন তাদের বাড়ী কারও ঢাকায় আবার কারও সিলেট বা যশোর, খুলনায়। আমার পেশা সাংবাদিকতা এবং কিছু কিছু গল্প ও লিখি, দেশ-বিদেশে ছাপা হয়, এমন লোকের বাড়ী চাটগাঁয়ে! ওরা চোখ কপালে তুলে মন্তব্য করে 'চাটগাঁয়ে সাংস্কৃতি চর্চা, লেখনী এসব ও হয়, মেয়েরা বললেন ওমা! আজই'ত জানলাম চাটগাঁয়েরা'ত জানি পেশাগত ভাবে ব্যবসায়ী, লেখা-পড়া ওদের তেমন দরকার হয়না। আমি একটু ব্যাতিত হলুম কারণ এটা ব্যাক্তিগত আক্রমন নয় কি? আমি এই মন্তব্য গায়ে না মেখে শুধু বললুম লেখা-পড়া অপরাধ যেমন নয়, তেমনি সংস্কৃতি চর্চাও অপরাধের পর্যায়ে পরে না,আপনারা ভুল করছেন বোধ হয়। আমি আরও এগুতাম কিন্তু ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করায় ক্ষান্ত দিলুম। 'মূর্খং যুক্তি প্রদর্শনং নাস্তি' নিজেকে সান্তনা দিলুম, কোন কোন লোক আছে যারা পন্ডিত হয়েও মূর্খ, এরা কোন যুক্তি মানে না, তাই 'মৌনং শুভ' (চুপ থাকাই উত্তম) এরা প্রায় সবাই আমার মনে হয় বেশ শিক্ষত-শিক্ষিতা,তাদের মুখেও এ মন্তব্য মানায় না। অল্প বয়স তাই বুঝে কম, লোকে কোথায় ব্যাথা পেল। আমি যতদূর জানি সিলেট বিশেষ করে বেশ কালচার্ড, ঢাকার'ত কথাই নেই,যশোর বা খুলনা লেখা-পড়ায় চৌকস, আমাদের সহযাত্রী বা যাত্রীনিরা হীনমন্যতায় ভুগে, তাই এমন সৃষ্টিছাড়া ,মন্তব্য করলেন। থাক্ আমার কথায় আসি। আমি ম্যা ম্যা চিংকে একজন প্রবীন বা প্রবীনা রাখাইনকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে বললুম বা ওর বাবা-মাকে টেকনাফ পৌছার পর আমার সাথে আলাপ করিয়ে দিতে অনুরোধ করলুম, সে আনন্দে রাজী হলো। অবশিষ্ট প্যাসেঞ্জার রইলেন দু'জন সীটে ওরা নিউজিল্যান্ডের,একজন যুবক অন্যজন যুবতী, ছেড়া কাপড় গায়ে, একজনের পরনে অনেক দিন আগের একটি হাফ প্যান্ট আরেকজন গাউন পরা তাও বেশ পুরনো, পরনে ক্ষয়ে যাওয়া চপ্পল দু'জনেরই, ওরা ডলার প্রবলেমে পরে কনডাক্টর এর সঙ্গেঁ আলাপ করলো, You know, we have dollars, no taka, how we pay ? আমি যেচে গিয়ে ওদের বললুম Give me your dollars, please will you give me your dollars? ওরা খুশী হয়ে আমাকে ১০ ডলার দিলেন আমি ওদের ৬০০ (ছয় শত) টাকা দিলুম, ওরা খুশী হয়ে ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করলেন। ঐ ডলার গুলো ছিল US $ এক ডলারের সমমান ৬৬.৩২ পয়সা তখন।

ওরা ভাড়ার কথা জিজ্ঞ্যেস করলো কনডাক্টারকে, কনডাক্টার বললো ৪০০ (চার শত) টাকা, আসলে দু'জনের ভাড়া ৩০০ (তিন শত) টাকা, ওরা সহজেই ঐ টাকা কনডাক্টারকে বুঝিয়ে দিলেন, কনডাক্টার মহানন্দে তাদের সেলাম জানালো।

এইভাবে টেকনাফ কাছিয়ে গেল, কনডাক্টার ইসমাইলকে জিজ্ঞ্যেস করে জানলাম আর মাত্র ৬ মাইল। এর মধ্যে হেন্‌রী অসওয়াল্ড যিনি আমাকে তার নাম জানালেন মৃদু হাস্যে যদিও আমি জানতে চাইনি, তবু হয়ত তিনি আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান,তাই তার সঙ্গিনী ও হাসিমুখে জানালেন তার নাম ডরোথী ক্যাম্পবেল, এরা দু'জনা প্রায় সমবয়সী ৩০ বা ৩২, যা দেখে মনে হয়। গায়ের রং গৌর ভীষণ রাঙ্গাঁ বলতে যা বুঝায়, স্বাস্থ্যঅটুট হেনরীর চুল লম্বা তবে ডরোথীর লাল চুল বীনি করা, সুন্দর হাসি হাসি মুখ, যেচে আলাপ করার উদ্দেশ্য বোধহয় কোথায় থাকবে,কি করবে এ ব্যাপারে আমার সাহায্য চায়। সাহেবদের সাথে প্রায় প্রত্যেকে একটু আলাপে আগ্রহী তবু আমাকে অপেক্ষাকৃত প্রবীন দেখে বোধহয় চিন্তা করলো আমার অভিজ্ঞতা বেশী, যাই হোক, হেন্‌রী জিজ্ঞ্যেস করলেন 'Do you like to stop your journey right here some miles only off, what do you call it, here 'TAKNAF' is it, am I correct ? আমি মাথা নাড়লুম, বল্লাম- I would like to procced upto St. Martin, but I'll help your whatever help you need, regarding your stay in 'TAKNAF'উত্তরে দু'জনেই বললেন 'Thank you so much'(আপনি কি এখানেই ভ্রমন শেষ করবেন আর কিছু দূরে, এ জায়গা, এ জায়গাকে কি বলবেন 'টেকনাফ' আমি কি ঠিক বললাম? আমি জানালাম এখানেই নয় আমি সেন্টমার্টিনে যেতে চাই কিন্তু আপনারে যে কোন সাহায্য প্রয়োজন বিশেষ করে থাকার ব্যাপারে আমি তা দিতে প্রস্তুত। তারা তখন কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন) একটু পরেই আমরা টেকনাফ পৌঁছে গেলাম। টেকনাফ এর বিবরণ দিতে গেলে ফুরাবেনা, বিরক্তি উৎপাদন করতে চাইনা সম্মানিত পাঠকদের। এটা একটা পাহাড়ী উপত্যকার দেশ, চিরসবুজ অরন্য বেষ্টিত পাশে নদী, যাকে বলা হয় নাফ নদী, তর তর করে বয়ে যাচ্ছে, তখন প্রায় সন্ধ্যে সময় ৬টা, ৬-২০ এ সূর্য্য ডুববে, আহা মরি! বসন্তের হিল্লোল' যাকে বলা হয় গানের ভাষায় বইল প্রাণে দক্ষিণা হাওয়া, এরা কি দম্পতি না In love জানতে চাওয়া অভদ্রতা কিন্তু ওরা জানালো তারা Friend's ব্যাস জেনে গেলুম ওরা Living Together করবে।

আমরা বাস থেকে নামার সাথে সাথে পশ্চিম গগন সূর্য্যি মামা লাল আভা ছড়িয়ে নাফ নদী গহ্বরে ডুবা আরম্ভ করলো। সে সৌন্দর্য্য ব্যাখার ও এখন সময় নেই। আর একটু পরেই আমাবস্যা জমাট বাধবে, এখন আমাবস্যা তিথি, চৈত্রের শেষ, রাজনন্দিনী বসন্ত বিদায় নিচ্ছেন যেন করুন রাগিনীর ঝঙ্কার চৌদিকে। আমার সঙ্গের ও লাউ'উকে ছাড়িনি সঙ্গে ম্যা ম্যা চিং ও রইল। ওরা আমাকে ওদের ঘরে (টঙ ঘরে) নিয়ে যাবে। মগ্‌রা পাহাড়ের টিলায় তক্তার ঘরে থাকে, ওখানেই থাকে ম্যা ম্যা চিং এর বাবা-মা,যাই হোক সাহেবের একটা ব্যবস্থা করতেই হয় না হয় ওরা বাঙালী জাতিকে ভুল বুঝতে পারে, তাই ঐ দুই সাহেব-মেমকে একটা মাঝারি ধরণের হোটেলে নিয়ে গেলাম। হোটেল ওয়ালা ইস্কান্দর সাহেব, সাহেব-মেমকে অভ্যর্থনা জানালেন, জায়গার অভাব সত্ত্বে কোন রকমে ওদের জন্য একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা গেল, কিন্তু মুশকিল হল ওদের পরিচয় নিয়ে, রেকর্ড বুকে ওদের ফ্রেন্ডস্ না লিখে দম্পতী লেখা গেল, না হয় পুলিশ বিরক্ত করবে। ওরা দু'জনে এতে সম্মতি জানালো কারণ তারা সামনে বিয়ে করবে। এটা পরস্পরকে বুঝার সময় ওদের কোনরকম ব্যবস্থা করে আমি

উলাওঁ অং রাখাইন ও চিং এর সাথে রওনা হয়ে গেলাম, তখন সন্ধ্যে ৭টা। হাটা পথে প্রায় দেড় ঘন্টা চলে আমরা উলাওঁর শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছলাম। উলাওঁর শ্বশুর-শাশড়ীর তেমন বয়স হয়নি বোধ হয় দু'জনার ৪০-৫০এর মধ্যে শাশড়ী ৪০ ও শ্বশুর ৫০ হবে। ম্যা ম্যা চিং আমার পরিচয় দিয়ে বাবা-মাকে বললেন ইনি আমাদের অতিথি, বাঙালী চাঁটগায়ে বাড়ী, সাংবাদিক, তোমাদের কাছ থেকে কিছু জানতে এসেছেন, ম্যা ম্যা ছাড়া ওর আর একভাই আছে ছেলাপ্রু চুল সব কামানো তবে মাথার উপর ঝুটির মত কি জানি আছে, বয়স আন্দাজ ১০ বৎসর। সে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার V.D.O Camera দেখে বিস্মিত হলো। ওর মায়ের নাম জিজ্ঞ্যেস করে জানলাম মা চ্নে বাবা মংথ্র। ওরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করলো কিন্তু বললো 'তুমি বর মানু থাইয়ে মোর ঘরত কেনে থাইবা কড়ে বোইয়ম কড়ে শোয়াইম, মোরা ডরার। (তুমি বড় মানুষ তোমাকে কোথায় জায়গা দেবো আমাদের মাচাং এ বিছানাই বা কোথায়)?

যাই হোক তারা তাড়াতাড়ি কিছু ডাবের পানি ও সুস্বাদু আম, কালোজাম ও ধবধবে মিষ্টি পেয়ারা দিয়ে আমাকে আপ্যায়ন করলো। তারপর ঘন্টা খানিক বিশ্রামের পর আমি বিদায় চাইলাম, ম্যা ম্যা চিং এর বাবাকে একান্তে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বললুম 'মাথিন কূয়োর' ফটো নেবো, আমাকে একটু নিয়ে যাবে কি? মংফ্রু ভয়ে আধমরা হয়ে গেলো মনে হয় ও গালে গালে থাপ্পড় ও খেয়ে বললো মুই ডরাইয়ুম, হিবা এহন পেত্নী থাইয়ে, দূরত্বন দেহাই দি পারি।

মংফ্রুর ছেলে-মেয়ে বউ জানতে চাইল আমি কি বললুম, ওরা মাথিন কূঁয়োর খোজ করছি জেনে আমরা যেমন ছেজদা করি সে ভাবে মাটিতে লুটিয়ে ওপরে ওদের ফাঁয়া বা ঈশ্বরের কাছে হাত তুললো, তার পরেই উঠে আমাকে পীড়াপীড়ি করলো আমি যেন ওখানে না যাই, কিন্তু আমি নাছোড় বান্দা তাই মংফ্রু ওর স্ত্রী উলাওঁ আমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিল, যাওয়ার সময় 'মোচা' বেধে দিল (মোচা বলতে কলাপাতায় বেধে গোলগাল ভাতভরা পুটলী) শুটকী, বেগুনভাজা, বা অন্যকোন তরকারী ভাজা দেওয়া হয়, ভাতগুলি চিকন চালের সুগন্ধে ভুর ভুর, তরি-তরকারীও মজাদার। আমি এখন ওদের সঙ্গে চললুম মাথিন কূঁয়োয়, সঙ্গে পাঁচ ব্যাটারী টর্চ্চ লাইট, ভিডিও ক্যামেরা এবং খেলনা রিভলবার। আমার পরনে জিন্স ও বুট।

ক্রমশ ঃ.....

শহীদ আহম্মেদ খান (মন্টু), এ্যাডভাইজার, খান প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ২০/০৫/২০০৬